**২৪ জানুয়ারী ২০১৭**

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## ২২ মাস অপেক্ষার পর ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন সালমা বেগম

গত ২৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) এবং বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)- এর সহায়তায় বাংলাদেশে ফিরে এলেন সালমা বেগম।

সালমাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ার প্রশংসা করছে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)। সংস্থাটির মতে, "সালমা বেগমের ঘটনা দেখায় সীমান্তের দুই পাশেই বহু নিরপরাধ মানুষ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আটকা পড়ে রয়েছেন।" বিবৃতিটিতে আরও বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমকে সাথে করে সিএইচআরআই ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোর এক বছরের বেশি চেষ্টার পর সালমাকে দেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে।

প্রায় পাঁচ বছর আগে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তালুক সর্বানন্দ গ্রাম থেকে থেকে নিখোঁজ হন সালমা। সেসময় মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এর পর চার বছর তার কোন খোঁজ পায়নি পরিবার। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পরিবার জানতে পারে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় একটি আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ৪ এপ্রিল হুগলী জেলা পুলিশ একটি গ্রামে সালমাকে পায়। গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। তবে পুলিশের সঙ্গে কথা না বলায় তার পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারেনি পুলিশ। সেখান থেকে তারা তাকে 'জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পাঠায়। সেখানেই তার কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা দেওয়া হয়। আশ্রয় কেন্দ্রে যত্ন নেওয়ার পর ধীরে ধীরে স্মৃতি ফিরে পান সালমা। তিনি লোকজনকে জানান তার বাড়ি বাংলাদেশে। হুগলীতে অবস্থানকালে সালমা তার পরিবারের কথা জানানোর পর আশ্রয়কেন্দ্রটির প্রধান কাউন্সেলর বাংলাদেশে তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করেন। বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) পরবর্তীতে সিএইচআরআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু মানবাধিকার সংস্থা সালমার সঙ্গে কথা বলে নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। গত মাসে তাকে দেশে ফেরত পাঠাতে সরকারিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। এরই ফলশ্রুতিতে গত ২৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে সালমা বেগম দেশে ফিরে আসেন।

**বার্তা প্রেরক**
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ইমেইল: mahbuba@blast.org.bd